ঢাকা মহানগরীর মিরপুর এলাকায় র‍্যাব সদস্যদের গুলিতে প্রতিবন্ধী ও পোশাক কারখানার সাবকন্ট্রাক্টর আব্দুল মোমিন মোল্লা নিহত হওয়ার অভিযোগ

তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন
অধিকার

১ এপ্রিল ২০১২ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার নবীনগর থানার গাজীরকান্দি গ্রামের মৃত আবু সৈয়দ ও রজেবা খাতুনের ছেলে মোহাম্মদ আবদুল মোমিনকে (২৪) ঢাকার কেরানীগঞ্জের পূর্ব চড়াইল এলাকায় বাসার সামনে থেকে দুপুর আনুমানিক ১.০০ টায় সাদা পোশাকে র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) -৪ এর সদস্যরা আটক করে। এরপর ২ এপ্রিল ২০১২ রাত আনুমানিক ১২.৩০ টায় মিরপুর ১৩ নম্বর সেকশনের ১২ নম্বর রোডের টিনসেড কলোনীর ৩৮৩ নম্বর বাসার সামনে গাছের সঙ্গে বেঁধে র‍্যাব-৪ এর সদস্যরা মোমিনকে গুলি করে হত্যা করে বলে তাঁর পরিবারের অভিযোগ।

অধিকার ঘটনাটি সরেজমিনে তথ্যানুসন্ধান করে। তথ্যানুসন্ধানকালে অধিকার কথা বলে-

- আবদুল মোমিনের আত্মীয়-স্বজন
- প্রত্যক্ষদর্শী
- লাশের ময়না তদন্তকারী চিকিৎসক
- মর্গ সহকারী এবং
- আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে।

ছবি: আবদুল মোমিন মোল্লা

জোৎস্না আক্তার পলি (২২), মোমিনের স্ত্রী

জোৎস্না আক্তার পলি অধিকারকে জানান, তাঁর স্বামী ছিলেন একজন প্রতিবন্ধী, ক্র্যাচে ভর দিয়ে চলাফেরা করতেন। ১ এপ্রিল ২০১২ দুপুর আনুমানিক ১.০০ টায় কেরানীগঞ্জের পূর্বচরাইল এলাকায় অবস্থিত মোবাইল ফোন ফ্লেক্সিলোডের দোকানের মালিক আমিন তাঁকে জানান যে, তাঁর বাসার গলির কাছে লাগানো নবধারা মাল্টি পারপাস কোম্পানী লিমিটেড এর সাইনবোর্ডের সামনে থেকে সাদা পোশাকে ৬/৭ জন র‍্যাব সদস্য তাঁর স্বামীকে আটক করে নিয়ে গেছে। তখন তিনি তাঁর স্বামীর মোবাইল ফোনে ফোন করেন। তাঁর স্বামী মোবাইল ফোন রিসিভ করার পর তিনি শুনতে

পান যে, তাঁর স্বামীর সঙ্গে কিছু লোকজনের কথা হচ্ছে এবং তাঁর সঙ্গে কথা না বলার জন্য তাঁর স্বামীকে ধমক দেয়া হচ্ছে। কিছুক্ষণ পরই তাঁর স্বামীর মোবাইল ফোনের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

২ এপ্রিল ২০১২ সকাল আনুমানিক ৯.০০ টার দিকে র‍্যাব-৪ এর সোর্স এবং কাফরুলের সেনপাড়ার ১ নম্বর বিল্ডিং এলাকায়ওনেতা রুবেল্ল নামে পরিচিত কাফরুল থানা বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের সাধারণ সম্পাদক রুবেল তাঁর মোবাইল ফোনে ফোন দিয়ে তাঁকে স্বামীর লাশ দেখার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে যেতে বলে। রুবেল আরও বলে যে, মোমিন রুবেলের কথা মেনে চলেনি এবং অনেক বেশী বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে। তাই মোমিনের মৃত্যু হয়েছে। কারণ মৃত্যুর আগে রুবেল মোমিনকে অনেকদিন বুঝিয়েছিলো যেন রুবেলের সঙ্গে কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করে। তিনি টিনসেড কলোনীর এক লোকের কাছে জানতে পারেন, মোমিনকে র‍্যাব সদস্যরা গাছের সঙ্গে বেঁধে গুলি করে হত্যা করেছে। তিনি আরও জানান, তাঁর স্বামী নিহত হওয়ার কিছুদিন পর অপরিচিত এক লোক তাঁর মোবাইল ফোনে ফোন দিয়ে জিজ্ঞাসা করে যে, তাঁর স্বামীর মৃত্যুতে তিনি কারো বিরুদ্ধে কোন মামলা করেছেন কিনা। তিনি সে সময়ে ওইলোকের পরিচয় জিজ্ঞেস করলে ওইলোক তাঁকে বলে যে, সে তাঁর স্বামীর বন্ধু। এরপর তাঁকে ঐ লোক [১] আরো বলে যে, প্রশাসনের লোকজনের সঙ্গে মামলা করে কেউ পেরে ওঠেনা এবং তাঁকে মামলা না করার জন্য উপদেশ দেয়।

আব্দুল হালিম ভূঁইয়া (৩৭), মোমিনের মামাতো ভাই

আব্দুল হালিম ভুঁইয়া অধিকারকে জানান, ১ এপ্রিল ২০১২ দুপুর আনুমানিক ১.০০ টায় তিনি মোমিনের স্ত্রী জোৎস্না আক্তার পলির কাছে জানতে পারেন যে, কেরানীগঞ্জের পূর্বচরাইল এলাকায় বাসার সামনে থেকে সাদা পোশাকে ৬/৭ জন র‍্যাব সদস্য মোমিনকে আটক করে নিয়ে গেছে। ২ এপ্রিল ২০১২ সকাল আনুমানিক ১০.০০ টায় মোমিনের নিহত হওয়ার খবর পেয়ে তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে যান এবং বিকাল আনুমানিক ৫.০০ টায় মর্গ থেকে মোমিনের লাশ গ্রহণ করেন। তিনি দেখেন, মোমিনের লাশের কপালের বাম পাশে একটি গুলি, বুকের ডান পাশে এবং দুই হাঁটুর উপরেও গুলির চিহ্ন রয়েছে। তিনি বলেন, ৫ বছর বয়সে পোলিও আক্রান্ত হয়ে মোমিনের বাম পা অচল হয়ে যায়। মোমিন পঙ্গু হলেও আয়-রোজগারের জন্য পরিশ্রম করতো এবং সৎভাবে বাঁচার জন্য গার্মেন্টস্ এ জিপার লাগানোর কন্ট্রাক্ট নিয়ে কাজ করতো। ২ এপ্রিল ২০১২ রাত আনুমানিক ১১ টায় ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার নবীনগর থানার গাজীরকান্দি গ্রামে পারিবারিক কবরস্থানে মোমিনের লাশ দাফন করা হয়।

মোহাম্মদ আমিন (২৭), প্রত্যক্ষদর্শী, পূর্বচরাইল, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা

মোহাম্মদ আমিন অধিকারকে জানান, ১ এপ্রিল ২০১২ দুপুর আনুমানিক ১.০০ টায় তিনি দেখেন যে, তাঁর দোকানের সামনে মোমিনকে বহন করা রিকশাটি এসে পৌঁছামাত্রই সাদা পোশাকে ৬/৭ জন লোক নিজেদের র‍্যাব সদস্য পরিচয় দিয়ে মোমিনকে ঘিরে ধরে এবং হাতকড়া পরিয়ে দুইজন র‍্যাব সদস্য রিকশায় বসা মোমিনের দুইপাশে বসে রিকশাটিকে ঘুরিয়ে ঐ এলাকা ছেড়ে চলে যায়।

[১] আক্তার পলি অপরিচিত ঐ লোকটির মোবাইল নম্বর তাঁর মোবাইল ফোনে সংগ্রহ (সেইভ) করে রাখেননি।

সে সময়ে অন্যান্য র‍্যাব সদস্যরাও আশেপাশে থাকা রিকশায় চড়ে মোমিনকে বহন করা রিকশাটি অনুসরণ করতে থাকে।

মোহাম্মদ রুবেল মিয়া (৩২), সাধারণ সম্পাদক, বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগ, কাফরুল থানা,ঢাকা

মোহাম্মদ রুবেল মিয়া অধিকারকে জানান, ২ এপ্রিল ২০১২ তিনি বিভিন্ন টিভি চ্যানেলের ব্রেকিং নিউজে র‍্যাব-৪ এর সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে মোমিনের নিহত হওয়ার খবর পান। এর আগে এলাকার বিভিন্ন জনের কাছে তিনি জানতে পারেন যে, ২ এপ্রিল ২০১২ রাত ১২.৩০ টার পরে মিরপুর ১৩ নম্বর সেকশনে কৃষি ব্যাংকের পেছনে টিনসেড কলোনী এলাকায় র‍্যাব-৪ এর সদস্যদের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে মিরপুর এলাকার দুর্বৃত্ত মোমিন নিহত হয়। তিনি আরও জানান, মোমিন কাফরুল এলাকার গার্মেন্টস্ মালিকদের কাছে চাঁদা দাবি, টেলিফোনে হুমকি দেয়াসহ নানা ধরণের অপরাধের সঙ্গে জড়িত ছিল। সেনপাড়া ১নম্বর বিল্ডিং এলাকার গার্মেন্টস্ মালিকরা মোমিনকে প্রতিমাসে সাড়ে তিনলক্ষ টাকা চাঁদা দিতো। এছাড়াও মোমিন প্রতি মাসে কচুক্ষেত এলাকার গার্মেন্টস মালিকদের কাছ থেকে সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা চাঁদা নিতো। এলাকার শান্তিপ্রিয় মানুষের কাছে মোমিন অশান্তির কারণ এবং ত্রাস হিসেবে পরিচিত ছিল বলে মোহাম্মদ রুবেল মিয়া জানান।

অফিসার ইনচার্জ মোহাম্মদ আব্দুল লতিফ, ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, কাফরুল থানা, ঢাকা মহানগর পুলিশ, ঢাকা

অফিসার ইনচার্জ মোহাম্মদ আব্দুল লতিফ অধিকারকে জানান, মোমিনের সঙ্গে র‍্যাব-৪ এর সদস্যদের সঙ্গে ২ এপ্রিল ২০১২ মিরপুর ১৩ নম্বর সেকশনে কৃষি ব্যাংকের পেছনে টিনসেড কলোনী এলাকায় বন্দুকযুদ্ধ হয়। বন্দুকযুদ্ধে মোমিন মারা যান। মোমিনের সঙ্গে থাকা অন্যান্যরা পালিয়ে যায় বলে তিনি জানান। মোমিনের বিরুদ্ধে কাফরুল থানা, শেরে বাংলা নগর থানা ও পল্লবী থানায় চাঁদাবাজি, হত্যা ও মারামারির মামলা রয়েছে। তিনি এসআই তোফাজ্জল হোসেনের সঙ্গে যোগাযোগ করে নিহত মোমিনের ব্যাপারে বিস্তারিত জানা এবং মোমিনের সুরতহাল রিপোর্ট সংক্রান্ত বিষয়ে তথ্য নেয়ার জন্য বলেন। তাছাড়া মোমিনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন মামলা ও বন্দুকযুদ্ধে নিহত হওয়ার ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহের জন্য র‍্যাব-৪ কার্যালয়ে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করেন।

এসআই তোফাজ্জল হোসেন, কাফরুল থানা, ঢাকা মহানগর পুলিশ, ঢাকা

এসআই তোফাজ্জল হোসেন অধিকারকে জানান, ২ এপ্রিল ২০১২ রাত আনুমানিক ১.৩০ টায় র‍্যাব-৪ থেকে কাফরুল থানায় খবর দেয়া হয় যে, অজ্ঞাত দুর্বৃত্তদের সঙ্গে মিরপুর ১৩ নম্বর সেকশনে কৃষি ব্যাংকের পেছনে টিনসেড কলোনীর ১২ নম্বর রোডে র‍্যাব-৪ এর সদস্যদের বন্দুকযুদ্ধ হয় এবং এই বন্দুকযুদ্ধের সময় মোমিন মারা গেছে ও মোমিনের সঙ্গে থাকা অন্যান্যরা পালিয়ে গেছে। তিনি খবর পেয়ে রাত ২.০০ টার দিকে ১২ নম্বর রোডের ৩৮৩ নম্বর বাসার সামনে গিয়ে রাস্তার ওপরে মোমিনকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। তিনি বলেন, সে সময়ে মোমিনের কাছে একটি রিভলবার, দুই রাউন্ড গুলি, চারটি ফেন্সিডিলের বোতল ছিল, যার মধ্যে একটি বোতলে অর্ধেক পরিমান ফেন্সিডিল পাওয়া যায়। তাছাড়া পাঁচটি গোল্ডলিফ সিগারেটসহ একটি গোল্ডলিফ সিগারেটের প্যাকেট পাওয়া যায়। রাত ৩.৫৫ টায় তিনি মোমিনকে

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মোমিনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। তিনি নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রাসেলুল কবির চৌধুরীর উপস্থিতিতে সুরতহাল রিপোর্ট প্রস্তুত করেন। সে সময়ে তিনি মোমিনের লাশের কপালের ডান পাশে, বুকের ডান পাশে, ডান রানের ওপরে কুঁচকিতে (এৎড়রহ) গুলির চিহ্ন দেখতে পান বলে জানান। তিনি অধিকারকে মোমিনের লাশের সুরতহাল রিপোর্ট দিতে অপারগতা প্রকাশ করেন।

ক্যাপ্টেন তাহসিন সালেহিন রানা, অপারেশন অফিসার, র‌্যাব-৪, পাইকপাড়া, মিরপুর-১, ঢাকা

ক্যাপ্টেন তাহসিন সালেহিন রানা অধিকারকে জানান, ২ এপ্রিল ২০১২ র‌্যাব-৪ এর একটি নিয়মিত টহল দল রাত ১২.৩০ টায় মিরপুর ১৩ নম্বর সেকশনে কৃষি ব্যাংকের পেছনে টিনসেড কলোনীর ১২ নম্বর রোড দিয়ে যাওয়ার সময়ে র‌্যাব-৪ এর সদস্যদের সঙ্গে সন্ত্রাসীদের বন্দুকযুদ্ধ হয়। ওই বন্দুকযুদ্ধে মোমিন মারা যায়। তিনি অধিকারকে মোমিনের সঙ্গে র‌্যাব-৪ এর বন্দুকযুদ্ধের ব্যাপারে জানার জন্য নীগার সুলতানা, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, সিনিয়র সহকারী পরিচালক (মিডিয়া কো-অর্ডিনেটর) স্বাক্ষরিত প্রেস নোট, যার স্মারক নম্বর-৪২২০/মিডিয়া/প্রেস নোট/৪৫ এর একটি কপি দেন। যেখানে উল্লেখ রয়েছে যে, "রাজধানীর কাফরুল থানাধীন মিরপুর, সেকশন-১৩ এলাকায় র‌্যাবের সাথে সন্ত্রাসীদের বন্দুকযুদ্ধে মিরপুর এলাকার চিহ্নিত সন্ত্রাসী ও কাফরুল এলাকার ত্রাস বলে পরিচিত চিহ্নিত ও দেশের শীর্ষ সন্ত্রাসী তাজ এর প্রধান সহযোগী মোঃ মমিন ল্যাংড়া মমিন (৩০) নিহত। অস্ত্র ও গুলি উদ্ধার। প্রেস নোটে মোমিনের বিরুদ্ধে মামলা ও জিডির ব্যাপারে উল্লেখ করে বলা হয় যে, একাধিক হত্যা ও হত্যার চেষ্টা, অস্ত্র আইন, চাঁদাবাজী ও বিস্ফোরক দ্রব্য আইনসহ বিভিন্ন অপরাধে কাফরুল থানায় ৬ টি, পল্লবী থানায় ১ টি এবং শেরেবাংলা নগর থানায় ১ টি মামলা ছিল মমিনের বিরুদ্ধে। এছাড়াও কাফরুল থানায় মোমিনের বিরুদ্ধে ২ টি জিডির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

ড. কামরুল হাসান সরদার, মোমিনের লাশের ময়না তদন্তকারী চিকিৎসক, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা

ড. কামরুল হাসান সরদার অধিকারকে জানান, ২ এপ্রিল ২০১২ কাফরুল থানার এসআই তোফাজ্জল হোসেন মোমিনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণার পর তিনি ময়না তদন্ত করার সময়ে লাশের শরীরে গুলির চিহ্ন দেখতে পান। তিনি ময়না তদন্ত প্রতিবেদন প্রস্তুত করেছেন কিন্তু প্রতিবেদনের বিষয় বলতে অপরাগতা প্রকাশ করেন।

শ্রীরামু চন্দ্র দাস, মর্গ-সহকারী, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

শ্রীরামু চন্দ্র দাস অধিকারকে জানান, ২ এপ্রিল ২০১২ দুপুর আনুমানিক ১.০০ টায় তিনি লাশের ময়না তদন্তের সময়ে শরীরে গুলির চিহ্ন দেখতে পান। মোমিনের ময়না তদন্ত নম্বর ৫৮০/১২।

অধিকারের বক্তব্য

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বন্ধ করার অঙ্গীকার থাকলেও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েই চলেছে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা সাদা পোশাকে কাউকে আটক করে নিয়ে এরপর হত্যা করার ঘটনা উদ্বেগজনক এবং যা দেশের আইন ও বিচার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অবস্থান ঘোষনার সামিল। বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বন্ধে সরকারকে কার্যকর ভুমিকা পালন করতে হবে, নইলে দেশের বিচার ব্যবস্থা অকার্যকর করার দায় সরকারকেই বহন করতে হবে।

অধিকার আবদুল মোমিন মোল্লার হত্যার সঠিক তদন্ত ও বিচারের দাবি জানাচ্ছে।

-সমাপ্ত-